হারায়ে খুঁজি

পার্থপ্রতিম দেব(নান্দীকার)

আমার স্বপ্নে দেখা দুটি নয়ন, হারিয়ে গেছে কোথায় কখন। নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পক্ষিরাজ সাতরঙ্গা এক পাখি। নবমী নিশিরে তোর দয়া নাই। সত্যি! কোথায় হারিয়ে গেল। এই তো সেদিনের কথা। মা বাবার সঙ্গে প্রত্যেক পুজোতে যেতাম মামাবাড়ি – বাঁকুড়া। আলো নেই, শব্দ নেই, বৈভব নেই, দেখানেপনা নেই – নেই নেই নেই। এত কিছু নেই এর মাঝে যা ছিল, সে এক কথায় আনন্দ ভান্ডার। আনন্দ ডোমের জন্য বাবা মনে করে এক বাক্স চারমিনার সিগারেট নিয়ে যেত। বিষ্ণু নাপিতের জন্য বড়বাজার থেকে এক ডিবে নস্যি। অন্নাদির জন্য একটা গামছা। কত তুচ্ছ এসব দেওয়া নেওয়া। অথচ কি অফুরান ভালবাসা। অনাবিল সম্পর্কের টান ছিল একে অন্যের প্রতি। বড়মামা এক বাক্স বাজি কিনে নিয়ে যেত ক্লাসের সবার জন্য। কোনো ভেদ নেই, কোনো ভাগাভাগি নেই সেই আনন্দে। সকলে মিলেমিশে জুড়ে থাকত একেবারে। নবমীর দিন দাদু গ্রামের সকলকে পেট ভরে সকালে খাবার খাওয়াতো। মাছ, তরকারী, ডাল, ভাত। তাতেই কি আনন্দ। কত লোক খেত? সে বলতে পারবনা। তবে এটা দেখতাম দুপুর থেকে বিকেল সবসময়েই উঠান ভর্তি থাকত। চক্রবর্তী মামার বড় ছেলে বাবুদা, শুনতাম নাকি সে আমেরিকায় থাকত।

প্রতি বছর পুজোয় বাড়ি আসতো। কোমরে গামছা বেঁধে লেগে যেত পরিবেশনে। কারুর শরীর খারাপ হলে বাবুদা স্টেথো নিয়ে বসে পরত, ডাক্তার ছিলতো। তারপর সন্ধিপুজায় এপাড়া ওপাড়ায় মান রাখতে যাওয়া। বিসর্জনের দিন ডোম্ পাড়ার লাঠি খেলা দেখা, কাঁধে করে প্রতিমা বিসর্জন। তারপর রাত থাকতেই সকল গুরুজনকে প্রনাম – লাড্ডু, নাড়ু, ঘুগনি। পরদিন থেকে বিজয়ার চিঠি।

সত্যি সেদিনের কথা। ভাবলে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি। আসলে তাতো নয়, স্মৃতিতো এলোমেলো আবছা হারিয়ে যাওয়া একদল। আজকের এই দুরন্ত জীবনে এটাই বাস্তব। ১৯৮৫ সালে শেষ মামাবাড়ি যাওয়া। ৮৬ সাল থেকে শুরু হলো নাটক, নাটক আর নাটক। প্রতি পুজোতে পঞ্চমী থেকে নবমী রোজ কখনো একটা, আবার কখনো দিনে দুটো করে অভিনয়। ভুলে গেলাম মামাবাড়ির কথা। ভুলে গেলাম দুর্গাপুজোর আনন্দ। নতুন জামা, নতুন জুতো। আস্তে আস্তে নাটক করা থেকে করানোতে জড়াতে লাগলাম। এমনিতেই নাটক তৈরী, বিশেষত ছোটদের নাটক করানোর কাজে সুখ্যাতি ছিলই। ফলে পুজোর নাটকে জড়াতে লাগলাম।নাটকে পেশাদারী হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে মহালয়া, পুষ্পাঞ্জলি, ভাইফোঁটা, সবই যেন জীবন থেকে হারাতে বসল। আমি প্রফেশনাল হয়ে গেলাম।আস্তে আস্তে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই প্রফেশনাল হয়ে যায়, হয়ে যেতে হয়। জীবন এরকমই। তবে জীবন তো আমারি, আমিই তো তাকে নিয়ন্ত্রণ করি। সে নয়। ১৯৯৬ সালে নিজেকে বদলে নিলাম। শুধু নবমীতে দুটো অভিনয় ছাড়া আর সব দিন শুধু আনন্দ। নতুন জামা, সুস্বাদু খাবার, বন্ধু আর আত্মীয় পরিবারের সঙ্গে চুটিয়ে হইহই। আর সন্ধ্যে হলে এ মন্ডপ ও মন্ডপ ঘুরে ঠাকুর দেখা। ভিড় ঠেলে অন্যদের নতুন পোশাকের গন্ধ নেওয়া। আর এবারের পুজোতে মন পড়ে থাকবে বিট্টু, ডিটটু, তিতাস, মূর্ছনা, অলি, ঈশানী, সৃজন, নিতান্ত, অর্ক,সৃজনী, মিতালি, সুনয়া, কিরিন, পুন্যাহ আর তিতলিদের সাথে নিউ জার্সিতে। এত ভালবাসায়

বাঁধলো আমায় নিউ জার্সি, এবার পুজোয় সেই গন্ধ মাখবো সারা গায়। যেখানেই যাব, বলব মৃত্তিকার কথা, সকল বাবা মায়েদের কথা। শিকরকে ধরে রাখার এমন আকুতি, এমন ইচ্ছা, না দেখলে বিশ্বাস করা দায়। সফল হোক আপনাদের প্রয়াস, ধন্য হোক আপনাদের প্রচেষ্টা। বারবার বলি – "আসছে বছর আবার হবে"।।

Parthapratim Deb: An actor and musician, Parthapratim Deb has directed 50-odd plays with school children under the Theatre-in-Education program in the last decade. He has acted in almost all of Nandikar's recent productions and has directed music for some of them. He has received scholarships and fellowships from the Department of Culture, Government of India, during 1990-92 and 2007-09.